দৈনিক জনকণ্ঠ
স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতায় সচেষ্ট
The Daily Janakantha

ঢাকা ঃ সোমবার ১৫ ভাদ্র ১৪০৬ বাংলা

ঢাকা ঃ সোমবার ৩০ আগস্ট ১৯৯৯ ইংরেজী

সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যক্তি উদ্যোগের কোন বিকল্প নেই ॥ কিবরিয়া

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া দেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করার লক্ষ্যে ব্যক্তিখাতকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যক্তি উদ্যোগের কোন বিকল্প নেই। মুক্তবাজার অর্থনীতির গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ারও একমাত্র উপায় হচ্ছে এই ব্যক্তি উদ্যোগকে চাঙ্গা করা। এক্ষেত্রে বড় বড় বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নে– ঋণদাতা ও গ্রহীতা মহলকে সিন্ডিকেশনে উদ্বুদ্ধ হওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।

জনাব কিবরিয়া রবিবার বেসরকারী খাতের প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। পাঁচ বছর মেয়াদী এ ফান্ডের নাম এইমস ফার্স্ট গ্যারান্টেড মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ফান্ডের ট্রাস্ট, কাস্টডিয়ান ও বিতরণ চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ফান্ডের উদ্বোধন করা হয়। এই ফান্ডের উদ্যোক্তা হচ্ছে এইমস অব বাংলাদেশ লিমিটেড শীর্ষক একটি কোম্পানি। কোম্পানির সভাপতি কাজী রেফাউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন এসইসির চেয়ারম্যান এমএ সাঈদ ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইয়াওয়ার সায়ীদ। ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের দুই চেয়ারম্যান, ফান্ডের স্পন্সর, কাস্টডিয়ান ও বিতরণ সদস্যবৃন্দসহ পুঁজিবাজারের বিপুলসংখ্যক বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া বেসরকারী খাতের এই প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সিন্ডিকেশনের মাধ্যমে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের এই প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বিনিয়োগের কথা বললেই পাল্টা বলা হয়– সরকার কি করছে। কিন্তু এইমস অব বাংলাদেশ লিমিটেডের বেলায়ই একমাত্র ব্যক্তিক্রম। নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এসেছে বিনিয়োগের জন্য। এই উদ্যোগ থেকে অন্যান্য বেসরকারী মিউচ্যুয়াল ফান্ডও প্রেরণা পাবে। এতে উদ্বুদ্ধ হবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা। আস্থা ফিরে আসবে পুঁজিবাজারে।

অর্থমন্ত্রী দৃঢ় আস্থা পোষণ করে বলেন, সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের ব্যাংক রেট কমিয়েছে। এখন ব্যাংকগুলোও তাদের সুদের হার হ্রাস করবে বলে আশা করছি। এতে দেশের বিনিয়োগ পরিবেশ চাঙ্গা হবে।

তিনি বলেন, বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য শিল্প উন্নয়ন ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এই ফান্ডের মাধ্যমে ১০ কোটি ডলার ও ৫০০ কোটি টাকা মিলিয়ে ১০০০ কোটি টাকার শিল্প বন্ড ছাড়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে এই বন্ড বিক্রি সম্পন্ন হবে।

অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্প পরিচালনায়– সরকারী উদ্যোগ সফল না হওয়ার অভিজ্ঞতাই আমাদের বেশি। এক্ষেত্রে ব্যক্তি উদ্যোগই হচ্ছে একমাত্র বিকল্প। সিন্ডিকেশনের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণের সংস্থান করে বড় শিল্প গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে জনাব কিবরিয়া বলেন, বিশ্বের সর্বত্রই বর্তমানে এই সিন্ডিকেশন লোনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। ব্যাংক ও উদ্যোক্তা মহলকে '৯৬ সালেই আমি এই পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু তখন কেউ আমার পরামর্শ সমর্থন করেনি। এখন দেখছি– আমার পরামর্শই ব্যাংকগুলো বাস্তবায়নে এগিয়ে আসছে। ব্যক্তি উদ্যোগকে চাঙ্গা করতে হলে সিন্ডিকেশনের মধ্য দিয়েই এগুতে হবে।

এসইসির চেয়ারম্যান এমএ সাঈদ বলেন, বেসরকারী খাতের এই মিউচ্যুয়াল ফান্ড পুঁজিবাজার উন্নয়নে সহায়ক হবে। মার্কেটে প্রতিযোগিতা বাড়বে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। তিনি বলেন, বেসরকারী খাতে মিউচ্যুয়াল ফান্ড গঠনের বিধিমালা নিয়ে জটিলতার প্রশ্ন তুলে অনেকেই সমালোচনা করেন। আসলে এটা ঠিক নয়। প্রতিবেশী দেশগুলোর এতদসংক্রান্ত বিধিমালাসমূহ পর্যালোচনা করেই আমাদের বিধিমালা প্রণীত হয়েছে। এতে চেক ও ব্যালেন্স নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জনাব সাঈদ উল্লেখ্য করেন।